দেশে বিদেশে গায়েবানা জানাযা

রাজধানীসহ দেশের আনাচে-কানাচে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া বিশ্বের ৮৩টি দেশে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র তুরস্কেই ৮০টিরও বেশি জায়গায় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় যা বিশ্বের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।

রিভিউর সুযোগ থেকেও বঞ্চিত শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ন্যায় বিচার নিয়ে প্রশ্ন

আব্দুল কাদের মোল্লা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউর) সুযোগ পাননি। রিভিউর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন কর্মময় জীবনে মেধার স্বাক্ষর রাখা এই রাজনীতিবিদ। সংক্ষিপ্ত আদেশে তাঁর করা রিভিউ আবেদন গ্রহণযোগ্য (মেইনটেনেবল) নয় বলা হলেও পূর্ণাঙ্গ রায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) ১৯৭৩ সালের আইনের মামলায় দণ্ডিতদের এই সুযোগ দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত। প্রায় এক বছর পর ৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত তাঁর আপিলের পূর্ণাঙ্গ রায়ের প্রেক্ষিতে তিনি আরো ১৫ দিন পর রিভিউ দাখিলের সুযোগ পেতেন। কিন্তু তার আগেই ১২ ডিসেম্বর তড়িঘড়ি করে তাঁকে হত্যা করা হয়। ২০১৪ সালের ২৪ নভেম্বর আব্দুল কাদের মোল্লার করা রিভিউর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয়। ফাঁসি কার্যকর হওয়ার ৩৪৮ দিন পর রিভিউ আবেদনের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু আব্দুল কাদের মোল্লাকে ১৫ দিন সময় না দিয়ে কেন তড়িঘড়ি করে ফাঁসি কার্যকর করা হলো? বাংলাদেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীর নিকট এ এক বিশাল প্রশ্ন। আব্দুল কাদের মোল্লার মামলায় আপিল বিভাগের রায়ের পর থেকেই রিভিউ করা যাবে না বা সুযোগ নেই বলে সরকারের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম মত দিয়েছিলেন। ডিফেন্স পক্ষ রিভিউকে সাংবিধানিক অধিকার উল্লেখ করে আসছিল। ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত রিভিউর পূর্ণাঙ্গ রায়টি লিখেন আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (এস কে সিনহা)। তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন ও বেঞ্চের অপর তিন বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহহাব মিয়া, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এবং বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী।

'আমার পিতাকে রাজনৈতিকভাবে হত্যা করা হয়েছে'

১১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার বড় ছেলে হাসান জামিল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমার পিতাকে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিকভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা আমার বাবাকেই শুধু হারাইনি, আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতাকে, একজন শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক সর্বোপরি একজন সাংবাদিক নেতাকে। আমার পিতাকে হত্যার ৩৪৮ দিন পর আপিল বিভাগ থেকে আমার বাবার দায়ের করা রিভিউ আবেদনের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। এই রায়ে রিভিউ 'মেইনটেনেবল' বলে সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে রিভিউ আবেদন দায়ের করতে হবে। অথচ শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের সাত দিনের মাথায় তার ফাঁসি কার্যকর করা হলো। আমার বাবা দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে জানতেই পারলেন না সংবিধান অনুযায়ী তার রিভিউ করার অধিকার আছে কি না। যখন কাউকে আইনের পূর্ণাঙ্গ আশ্রয় নেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় তখন সেটা হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়।

স্ত্রীকে লেখা
শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার শেষ চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

প্রিয়তমা জীবনসাথী পেয়ারী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আজ পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হওয়ার পর খুব সম্ভব আগামী রাত বা আগামীকাল জেলগেটে আদেশ পৌঁছানোর পরই ফাঁসির সেলে আমাকে নিয়ে যেতে পারে। এটাই নিয়ম। সরকারের সম্ভবত শেষ সময়। তাই শেষ সময়ে তারা এই জঘন্য কাজটি দ্রুত করে ফেলার উদ্যোগ নিতে পারে। আমার মনে হচ্ছে তারা রিভিউ পিটিশন গ্রহণ করবে না। যদি করেও তাহলে তাদের রায়ের কোনো পরিবর্তন হওয়ার দুনিয়ার দৃষ্টিতে কোনো সম্ভাবনা নেই। মহান আল্লাহ যদি নিজেই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন, তাহলে ভিন্ন কথা। অথচ আল্লাহর চিরন্তন নিয়মানুযায়ী সব সময় এমনটা করেন না। অনেক নবীকেও তো অন্যায়ভাবে কাফেররা হত্যা করেছে। রাসূলে করীম (সা.) এর সাহাবায়ে কেরাম এমনকি মহিলা সাহাবীকেও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। আল্লাহ অবশ্য ঐ সমস্ত শাহাদাতের বিনিময়ে সত্য বা ইসলামকে বিজয়ী করার কাজে ব্যবহার করেছেন। আমার ব্যাপারে আল্লাহ কি করবেন তা তো জানার উপায় নেই।

অনেকেই নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে কথা বলেন, আমাকেসহ জামায়াতের সকলকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে যে কায়দায় জড়ানো হয়েছে এবং আমাদের দেশের প্রেসের প্রায় সবগুলোই সরকারকে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করছে, তাতে সরকারের পক্ষে নীতি নৈতিকতার আর দরকার কি? বিচারকরাই স্বয়ং যেখানে জলাদের ভূমিকায় অত্যন্ত আগ্রহ ভরে নিরপরাধ মানুষকে হত্যার নেশায় মেতে উঠেছে, তাতে স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের আশা অন্তত এদের